গাংনীতে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

মেহেরপুরের গাংনীতে আগামী ২২ শে ডিসেম্বর সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা করেছে উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। রোববার (১৯ ডিসেম্বর) দুপুরে তেরাইল-জোড়পুকুরিয়া ডিগ্রী কলেজে এ সভা করা হয়।
স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি ও সুবর্ণ জয়ন্তী জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে পালন করার উদ্দেশ্যে এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তারা।
উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন।

দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কর্মসূচির আওতায় আলোচনা সভা, উপজেলার প্রবীণ নেতাদের মরণোত্তর সম্মাননা ক্রেস্ট বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা, অনুষ্ঠানের শেষ অংশে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে।

এ সময় গাংনী থানা অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাক, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনি, বামুন্দি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস, বিভিন্ন ইউনিয়নের আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী, অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রধানগন, সাংবাদিকবৃন্দসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় নতুন ব্রীজ নির্মানের দাবী এলাকাবাসীর

আলমডাঙ্গা উপজেলার কুমারি ইউনিয়নের হাড়গাড়ী গ্রামের পাশে কুষ্টিয়া মীরপুর উপজেলার বাজিতপুর-আলমডাঙ্গা ব্রীজটি ভেঙ্গে পড়ায় জনজীবন হুমকির মুখে পড়েছে। যে কোন মুহুর্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

জানাগেছে, কুষ্টিয়া জেলার মীরপুর উপজেলার শেষ শীমান্ত সুকচা- বাজিতপুর গ্রাম সহ প্রায় ১০/১৫ টি গ্রামের মানুষ এই ব্রীজ দিয়ে পারাপার করে থাকে।

তাদের চলাচলের একমাত্র ব্রীজটি বর্তমানে হুমকির মুখে। ঐ অঞ্চলের মানুষের উৎপাদিত ফসল আলমডাঙ্গা বাজারে বিক্রয় করে কৃষকবৃন্দ।

ঐ সব গ্রামের ছেলে,মেয়েরা লেখাপড়া করতে আলমডাঙ্গা বাজারের বালিকা বিদ্যালয়, সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, সরকারি কলেজ, মহিলা কলেজে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া করছে। এর কারন জানতে চাইলে, বাজিতপুর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজ আলী,বীর মুক্তিযোদ্ধা রঞ্জেত আলী মিস্ত্রী,হাড়গাড়ির সোহাগ আলী,মাহবুবুল মেম্বার বলেন, আমাদের সুকচা, বাজিতপুর গ্রাম থেকে মীরপুর অথবা আমলা সদরপুর প্রায় ১০ কিলোমিটার দুরে। যে কারনে তারা আলমডাঙ্গা মুখি হতে বাধ্য হয়। সরেজমিন ঘুরে জানাগেছে, ব্রীজটি এলজিইডি কতৃক নির্মিত হয়েছিল। তখন শুধু মাত্র মানুষ চলাচল করার উপযোগী করে ব্রীজটি নির্মান করা হয়।বর্তমানে ব্রীজটি ভেঙ্গে পড়ায় এলকাবাসি ঝুকি নিয়ে চলাচল করতে বাধ্য হচ্ছে।

এ ব্যাপারে আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়ের একজন উপ-সহকারি প্রকৌশলী বলেন, প্রায় ২০/২৫ বছর আগে ব্রীজটি মানুষ চলাচলের উপযোগী করে বানানো হলেও অত্র অঞ্চলের মানুষ তাদের উৎপাদিত ফসল আলমডাঙ্গা বাজারে বিক্রয় করে থাকে। যে কারনে ব্রীজটি অল্প সময়ে ১০/১৫ বছরের মধ্যে ভাংতে ভাংতে বর্তমানে প্রায় অনেকটাই ভেঙ্গে পড়েছে।

এলাকাবাসি জানান, নতুন করে ব্রীজটি চওড়া করে নির্মান করা হলে গাড়ী ও মানুষ চলাচলের জন্য ফুটপাত তৈরী করা হলে আলমডাঙ্গার ও মীরপুরের মধ্যে নতুন সংযোগ স্থাপনে নতুন দীগন্তের সুচনা হবে।

এলাকার ছেলে মেয়েদের শিক্ষা ও বাজার হাট করাসহ ফসল বিক্রয়সহ আলমডাঙ্গার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে। সব কিছুতেই প্রান ফিরে পাবে। ৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় সুকচা বাজিতপুরের মানুষের সাহসী ভুমিকার জন্য মানুষ আজও স্বরন করে।

তৎকালীন সময়ের ১৯৭১ সালের ১৩ আগষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার জামসেদ নুরী টগর সুকচা বাজিতপুর ব্রীজের কাছে পাক সেনাদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ হয়েছিল।

এলাকাবাসির দাবী অতি দ্রুত ব্রীজটি নির্মান করে অত্র অঞ্চলের হাজার হাজার মানুষের দুর্ভোগ নিস্পাত হবে। এই ব্রীজটি নতুন করে নির্মান করার বিষয়ে উর্ধতন কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্শন করেছে এলাকাবাসি।

কার্পাসডাঙ্গায় ভৈরব নদি খনন কাজের উদ্বোধন; ব্যয় ১৮কোটি টাকা

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার ভৈরব নদ পূনঃখনন কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে। উপজেলার সুবলপুর গ্রামের ৭৩ কিলোমিটার হতে ৮৪ দশমিক ৬ শত এর মধ্যে ১১.৪০ কিলোমিটার নদ খননের কাজের শুভ উদ্বোধন করা হয়।

রবিবার সকালে ভৈরব নদের পাড়ে সুবলপুরে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজগার টগর প্রধান অতিথী উপস্থিত থেকে এই কাজের উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন, কুষ্টিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের সুপারিনটেনডেন্ট মো. আব্দুল হামিদ, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাছলিমা আক্তার, চুয়াডাঙ্গা পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিবার্হী প্রকোশলী আরিফ আহমেদ, চুয়াডাঙ্গা জেলা

পরিষদের সাবেক প্রশাসক মাহফুজুর রহমান মঞ্জু,কার্পসডাঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান,ভুট্টু, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি ফেরদৌস ওহিদ,দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান হয়রত আলী,কার্পসডাঙ্গা ইউনিয়ন কৃষিক লীগের সাধারন সম্পাদক সাজেদুল বিশ্বাস মিঠু, কার্পসডাঙ্গা ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি কামরুজ্জামান রানা,সাংগঠনিক সম্পাদক আবু বক্কর, কার্পসডাঙ্গা ইউনিয়ন আ:লীগের ত্রান বিষয়ক সম্পাদক আশরাফ আলী, যুবলীগ নেতা বিল্লাল হোসেন, সহ স্থানীয় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্র লীগের নেতৃবৃন্দ।

সংবাদ প্রকাশের পর বই ফেরত দিলেন প্রধান শিক্ষক

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার চাকুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেয়া বই ফেরত দিতে শুরু করেছেন প্রধান শিক্ষক আরিফা খাতুন। গত ১৯ ডিসেম্বর বিষয়টি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস এব্যাপারে নড়েচড়ে বসেন।

৪র্থ শ্রেনীর ছাত্রী ফারহানার অভিভাবক তার মা’ বলেন, আমার মেয়ে চাকুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে। গত বুধবার স্কুলের শিক্ষকরা আমার মেয়ে সহ অন্যান্য ছাত্র ছাত্রীদের কাছ থেকে পুরাতন বই গুলো নিয়ে নিয়েছে। যখন বই নেয় তখনও স্কুলে ক্লাস চলছিলো।

রবিবার দপ্তরীর মাধ্যমে খবর পাই, যে ফারহানা স্কুলে এসে যেন বই ফেরত নেয়, আমার মেয়ে স্কুলে যে এ বই ফেরত নিয়ে এসেছে।উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সাকি সালাম বলেন, আমি নিজে স্কুল ভিজিট করেছি, বই শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রধান শিক্ষককে নিদের্শ দিয়েছি, শিক্ষার্থীদের বই ফেরত দিতে। তবে বই জমা নেওয়া অন্যায়।

এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে শোকজ করেছি, জবাব সন্তসজনক না হলে তার

বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ বিষয় অত্র বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আরিফার মুঠোফোনে একাধিকবার ফোন দিয়েও তার সাথে কথা বলা সম্ভব হয়নি।

বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির মুঠোফোনে ফোন দিলে তিনি জানিয়েছেন, আমি অসুস্থ। এবিষয়ে আমি আজ শুনেছি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এসে বই ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে,, আজ কিছু শিক্ষার্থী বই ফেরত দিয়েছে। সেজন্য আমি এ বিষয়ে আর কোন মন্তব্য করতে চাইছি না।

প্রধানমন্ত্রীর যতদিন থাকবেন, মেহেরপুর ও মুজিবনগরবাসীদের সম্মান সবার উপরে থাকবে - জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি বলেছেন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যতদিন নেতৃত্বে থাকবেন ততদিন মেহেরপুর মুজিবনগর বাসীদের সম্মান সবার উপরে থাকবে। আমরা যেখানেই যাই না কেন এই মুজিবনগরের জন্য আমাদের সম্মান করে।

তিনি আরো বলেন, তাই তো আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, যেই সরকারের মাধ্যমে আমাদের ছেলে মেয়েরা শিক্ষিত হবে, দেশটা ভালো থাকবে, আমরা ভালো থাকবো, সকল সুযোগ সুবিধা পাবো সেই সরকার তো আমাদের থাকার দরকার। আজ উজলপুর গ্রামে থেকে ইমরুল কায়েসের মত একজন ক্রিকেটার উঠেছে। আর এই ক্রিকেটের উন্নয়ন করেছে বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

রবিবার বিকাল ৪ টার সময় মেহেরপুর সদর উপজেলার উজুলপুর ভৈরব নদের পুরাতন ফেরিঘাটের উপর ব্রিজ নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে উজলপুরে এক সমাবেশে তিনি এ একথা বলেন।

মেহেরপুরে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে ভিত্তিপ্রস্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিশেষ অতিথি বক্তব্য রাখেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম, মেহেরপুর এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী আসাদুজ্জামান, জুমের মাধ্যমে বক্তব্য রাখেন জাতীয় ক্রিকেট দলের সদস্য ইমরুল কায়েস। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ইদ্রিস আলী, সাধারণ সম্পাদক বাবুল আক্তার, সদর উপজেলা প্রকৌশলী আবদুল হামিদ, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক মোখলেছুর রহমান, নব নির্বাচিত সদস্য রাজন আলী সহ প্রমুখ।

এর আগে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন মেহেরপুরের উজলপুর ভৈরব নদের উপর ব্রিজ নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পরে মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর এলজিইডির উদ্যোগে জি কে আই আই ডি পি প্রোজেক্টের ৬ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ব্যায়ে মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর ভৈরব নদের উপর ৯৬ মিটার ব্রিজ নির্মাণ করা হবে।

হরিনাকুন্ডুতে সড়ক দূর্ঘটনায় মোটরসাইকেল আরোহী নিহত, আহত ১

হরিনাকুন্ডুতে সড়ক দূর্ঘটনায় এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত ও একজন আহত হয়েছে। রবিবার দুপুর ১২টার দিকে হরিনাকুন্ডু উপজেলার তাহেরহুদা গ্রামের বড় ক্যানালের ব্রীজের দক্ষিন পাশে ডাঃ নুরে আলম (৪০) মটরসাইকেল দূর্ঘটনায় নিহত হয় এবং মোটরসাইকেল চালক মোঃ কামাল হোসেন (৬০) আহত হয়।

ডাঃ নুরে আলম একই উপজেলার শ্রীপুর গ্রামের মৃত জইবুদ্দিন দফাদারের ছেলে। আহত চালককে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এঘটনা শেষ পর্যন্ত হরিনাকুণ্ডু থানায় অপমৃত্যু

৮ নম্বর ওয়ার্ড:: দীর্ঘদিন নেই কোন উন্নয়ন, জরাজীর্ণ ড্রেণেজ ব্যবস্থা (ভিডিও সহ)

মেহেরপুর প্রথম শ্রেণীর পৌরসভা কিন্তু ৮নং ওয়ার্ডের নাগরিক সেবা তৃতীয় শ্রেণীর মত। বাসিন্দারা নাগরিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বছরের পর বছর চলাচল করতে পোহাতে হয় চরম দুর্ভোগ। পর্যাপ্ত ময়লা আবর্জনা ফেলার ডাষ্টবিনের অভাবে সড়কের পাশে দূর্গন্ধময় ময়লা আবর্জনায় স্তুুপ হয়ে পড়ে থাকে। এই ওয়ার্ডে ড্রেনের সু ব্যবস্থা থাকলেও ড্রেনগুলো নিয়মিত পরিষ্কার না করার কারণে ড্রেনে ময়লা, কাঁদা ও পানি জমে দুর্গন্ধ ও মশার উপদ্রপ সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিনিয়িত। তাছাড়া অসচেতন বাসিন্দারা দৈনন্দিন ময়লা আবর্জনা ড্রেনে ফেলার কারণে ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গায় ড্রেনের পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে।

পুরাতন বাসষ্ট্যান্ড পাড়া, ভূমি অফিস পাড়া, ষ্টেডিয়াম পাড়া, হোটেল বাজার মসজিদ পাড়া, পশু হাসপাতাল পাড়া, শহীদ আরজ সড়ক, মল্লিকপাড়া একাংশ, নজরুল স্কুল পাড়া, মারকাজ মসজিদ পাড়া, সালাম ক্লিনিক পাড়া, কলেজ পাড়া একাংশ, হাট পাড়া নিয়ে গঠিত মেহেরপুর পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ড। এই ওয়ার্ডের ভোটার সংখ্যা ৩ হাজারের অধিক। এই ওয়ার্ডের নির্বাচিত কাউন্সিলর সৈয়দ মঞ্জুরুল কবির রিপন।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, ৮ নং বিভিন্ন ওয়ার্ডের সড়কে বিভিন্ন স্থানে খানাখন্দর, ভাঙ্গা ড্রেনের গাইডওয়াল ও ঢাকনা যা দীর্ঘ দিন ধরে সংস্কার ও পুণঃ নির্মাণ হয়নি বলে অভিযোগ এলাকাবাসীদের। দীর্ঘদিন সড়কগুলো মেরামত না করার কারণে পিচ রাস্তা মাটির রাস্তায় পরিণত হয়েছে।

নেই ময়লা আবর্জনা ফেলার জায়গা। বছরের পর বছর বসবাস করতে হচ্ছে বসতবাড়ির আশেপাশে গাইডওয়াল ভাঙ্গা ও ঢাকনা বিহীন ড্রেনের পাশে

দূর্গন্ধময় ময়লা আবর্জনায় স্তুুপ ও মশা-মাছি নিয়ে। পাড়ার প্রধান সড়কের সাথে ড্রেন দিয়ে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকলেও অলিগলির ড্রেনগুলোর চিত্র পুরোপুরি ভিন্ন। ড্রেনগুলো সময়মত পরিষ্কার না করায় ময়লা আবর্জনায় ভরে গেছে। এবিষয়ে কাউন্সিলরকে অবগত করলেও কোন সুফল মেলেনা বলেও অভিযোগ এলাকাবাসীদের।

স্টেডিয়াম পাড়ার সেলিনা খাতুন বলেন, ১ম শ্রেণীর পৌরসভা হলেও আমাদের নেই কোনো নাগরিক সুযোগ সুবিধা। পাড়ার অলিগলির রাস্তাগুলো ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে গেছে। বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে যে ড্রেন তা কতদিন যে পরিস্কার করা হয়নি তা আমাদের মনে নেই। পাড়ার ভিতরে নেই ময়লা ফেলার জায়গা। কষ্ট করে ওই স্টেডিয়ামের কাছে ময়লা ফেলে আসতে হয়। পৌরসভা থেকে বাড়ি বাড়ি এসে ময়লা নিয়ে যাবে তার জন্য মাসে ৩০ টাকা দিতে হবে বলে পদক্ষেপ নেওয়া হলেও তা আর হয়নি। বাড়িতে ময়লা রেখে পচে যায় কিন্তু পৌরসভা থেকে লোক আসে না। নিরুপায় হয়ে স্টেডিয়ামের ওই কোনায় আমরা ময়লা ফেলে আসি। তাছাড়া এই ড্রেনগুলো যে কতদিন পরিস্কার করা হয়নি তা মনে নেই। ড্রেনগুলো ভেঙ্গে গেছে। নেই ঢাকনা। মশা-মাছি আর ময়লা আবর্জনার দূর্গন্ধে জীবন অতীষ্ট। আমাদের অভিযোগ শোনার মত কোন লোক নেই।

সুইট বলেন, পাড়ার কোন জায়গায় ডাষ্টবিন না থাকার কারণে স্টেডিয়ামের প্রাচীর ঘেষে দৈনন্দিন ময়লা আবর্জনা ফেলার জন্য ইটদিয়ে ঘিরে সাময়িকভাবে একটি ডাস্টবিন তৈরী করা হয়েছিল। এলাকার লোকজন এখানেই তাদের ময়লা আবর্জনা ফেলে। কিন্তু এসব ময়লা আবর্জনা প্রতিদিন নেওয়া হয় না। ২ দিন ৩ দিন পর এসব ময়লা অপসারণ করা হয়। তবে কিছুদিন না যেতেই এই ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলর সেই ডাস্টবিনের ইট ভেঙ্গে তার বাড়িতে নিয়ে গেছে। এবিষয়ে পৌর কর্তৃপক্ষ জানানো হলেও পরবর্তীতে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি ময়লা আবর্জনা ফেলার ডাষ্টবিনের অভাবে সড়কের পাশে দূর্গন্ধময় ময়লা আবর্জনায় স্তুুপ হয়ে পড়ে থাকে। ভুল করেও এদিকে পৌরসভার পরিচ্ছন্ন কর্মীরা আসে না। গত কয়েক বছরের এইসব সড়কের তেমন কোনো সংষ্কার চোখে পড়েনি ওয়ার্ডবাসীর। ফলে দুর্ভোগে এই এলাকার বাসীন্দারা। এছাড়াও ডাষ্টবিন এর অভাবে যেখানে সেখানে ময়লা আবর্জনায় স্তুুপ, মশা-মাছির উপদ্রপতো আছেই। ৮নং ওয়ার্ডের বাবলু বলেন, পাড়ায় কোনো ডাষ্টবিন নির্মাণ না করায় স্থানীয়রা কাজী অফিসের সামনে ময়লা আবর্জনায় ফেলে। এই ময়লা আবর্জনাগুলো ঠিকমত নিয়ে যাওয়া হয়না। অনেক সময় ২-৩ দিনও পড়ে থাকে যার ফলে পচে দূর্গন্ধ ছড়ায়। অনেক সময় দেখা যায় পশুপাখিতে আবর্জনা ছড়িয়ে

ছিটিয়ে রাস্তার মাঝখানে নিয়ে আসে এতে করে পথচারীদের চলাচলেও সমস্যা সৃস্টি হয়। খোলা জায়গায় আবর্জনা ফেলার কারণে দূর্গন্ধময় পরিবেশে কষ্ট করেই বসবাস করতে হচ্ছে।

একই ওয়ার্ডের লাল্টুর মোড় এলাকার দোকানদার লাল্টু বলেন, আমার দোকানের অপর পাশে ময়লা আবর্জনার স্তুপ হয়ে পড়ে থাকে যা ঠিকমত পরিষ্কার হয় না। অনেক সময় সপ্তাহখানেক পড়ে থাকলেও পরিষ্কার হয় না। এই রাস্তাটিও দীর্ঘদিন ধরে মেরামত না করায় বিভিন্ন স্থানে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। মেহেরপুর পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর সৈয়দ মঞ্জুরুল কবির রিপন বলেন, আমার নির্বাচনী এলাকায় নানান সমস্যা রয়েছে। জনগণের স্বার্থে ও ওয়ার্ডের উন্নয়নের জন্য যেসব কাজ করার কথা ছিল বা ওয়াদাবদ্ধ ছিলাম তা আমি সম্পূর্ণ করতে পারিনি। পৌরসভার আর্থিক সংকট এবং ওয়ার্ডের উন্নয়নের জন্য চাহিদামত বরাদ্দ না পাওয়া আবার বরাদ্দ পেলেও তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে কোন উন্নয়ন করতে পারিনি। এছাড়াও আছে করোনা মহামারীর কারণে জনসেবা ও ওয়ার্ড উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত ওয়ার্ডবাসী। এরপরও জনগণের যতটুকু সেবা দেয়া সম্ভব হয়েছে তা দেয়ার চেষ্টা করেছি।

শৈলকুপায় দুস্থদের মাঝে কম্বল বিতরণ

শীতে কাঁপছে দেশ। অসহায় দুস্থ মানুষ। এমন সময় শীতবস্ত্র নিয়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে মিয়া কুরবান আলী ফাউন্ডেশন। শনিবার ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার উত্তর মির্জাপুর গ্রামে কুরবান আলী ফাউন্ডেশন ও শৈলকুপা প্রেসক্লাবের যৌথ উদ্যোগে প্রায় ২ শতাধিক শীতার্ত দুস্থ্য মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র হিসেবে কম্বল বিতরণ করা হয়।

এসময় মিয়া কুরবান আলী ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে দুস্থ্যদের মাঝে কম্বল তুলে দেন আসাদুজ্জামান সেলিম মিয়া,মহিদুজ্জামান কচি মিয়া,বাবু মিয়া,শৈলকুপা প্রেসকø◌াবের পক্ষ থেকে শাহীন আক্তার পলাশ,আব্দুর রহমান মিল্টন,তাজনুর রহমান ডাবলু,মফিজুল ইসলাম,শেখ ইমন প্রমূখ। শীতবস্ত্র পেয়ে খুশি শীতার্ত দুস্থ্যও অসহায় গরীব মানুষেরা।
আসাদুজ্জামান সেলিম মিয়া জানান,প্রতিবছরের ন্যায় এবারও মিয়া কুরবান আলী ফাউন্ডেশন এর পক্ষ থেকে দুস্থ্যদের মাঝে কম্বল দেওয়া হয়েছে। এলাকার অসহায় গরীব মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র দিতে পেরে নিজেদের কাছে খুশি লাগছে। এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি জানান।

মেহেরপুরে উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির মাসিক সভা

মেহেরপুর জেলার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড নিয়ে বিস্তর আলোচনা করার জন্য মাসিক উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রবিবার দুপুর ১২ টার দিকে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক ড. মো: মুনসুর আলম খানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন,অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মেহেরপুর স্থায়ী সরকার মোঃ মুজাহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন বিশ্বাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম, মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ রফিকুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এম. এ.খালেক, জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ, গাংনী পৌর সভার মেয়র,আহাম্মদ আলী,জেলা যুবউন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কে.এম. জাহিদ হোসেন সহ আরো অনেকেই।

[redacted]

[redacted]

[redacted]